Sex Life & Sex Ethics by Rene' Guyan

রচিত বিশ্বখ্যাত গ্রন্থের সর্বপ্রথম বাংলা ভাষান্তর

দেহ দাহ নৈতিকতা

সম্পাদনা

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

ভাষান্তর

নূপুরশিঞ্জন ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

আমাদের কথা		০৯
গ্রন্থপরিচয়		২০
গ্রন্থকারের নিবেদন		২৩
প্রথম অধ্যায়	"যৌনতা"	২৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব-সংলগ্নতা	৪৪
তৃতীয় অধ্যায়	যৌনতার শারীর বিজ্ঞান	৭৪
চতুর্থ অধ্যায়	যৌনকার্য সম্পর্কিত নৈতিকতা	৯৪
পঞ্চম অধ্যায়	যৌনবিষয়ক নিষেধ ও তার উৎস	১১৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	যৌন নিষেধাজ্ঞার জয়যাত্রা	১২৮
সপ্তম অধ্যায়	অকলঙ্কতা যৌনবিষয়ক ট্যাবু-র পরিপূরক	১৪৪
অষ্টম অধ্যায়	যৌন অবদমনজনিত উদ্বায়ুরোগ	১৫৭
নবম অধ্যায়	যৌন বৈশিষ্ট্য বিষয়ে অধিযান্ত্রিক তত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক	১৭৬
দশম অধ্যায়	তথাকথিত যৌন-বিপথগামিতার মানস-শারীর বিজ্ঞান	২০৩
একাদশ অধ্যায়	ব্যক্তি বিশেষমুখী প্রেম	২২৭
দ্বাদশ অধ্যায়	উপসংহার	২৪৫

আমাদের কথা

॥ এক ॥

হাতে বেঁধেছো রাখী, এবার / তোমরা ভাইবোন
মুহূর্তের দুর্বলতা / মনে রেখো না মন
তুমি এবার ভগ্নী হলে / আমি তোমার ভাই
আদিম ভাইবোনের কথা / আমরা ভুলে যাই
চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে / গাছে ডাকছে পাখি
ভুলের কথা ভুলে হঠাৎ / আগুনে হাত রাখি
অসামান্য আগুন, সেই / আগুন অসাধারণ
একটি বার রেখেছো হাত / দুবার রাখা বারণ।

(জয় গোস্বামী)

আগুন অসাধারণ। সেই আগুনে হাত রেখে এক অনির্বচনীয় উষ্ণতায় অসামান্য পুলকে ভরে উঠেছে আমার দেহমন। ইচ্ছে করে আবার হাত রাখি সেই আগুনে। কিন্তু তা বারণ। কেন বারণ জানি না। কিন্তু তবু বারণ। ওই পরম কাঙ্ক্ষিত অনুভব নাকি মুহূর্তের দুর্বলতা। তাই তা ভুলে গিয়ে তোমার হাতে রাখী বেঁধে দিয়ে এক আরোপিত সম্পর্কের অপূর্ণতাকে মেনে নিতে হবে আমাদের কেন না সেটাই নিয়ম।

কবিতা যদি হয় জীবন থেকে উঠে আসা কথা, তবে এ কথা, এবং এই কথার মধ্যে যে সংশয়, যে মানা-অথচ-মানতে-না-পারার দ্বন্দ্ব, যে বিস্মিত প্রশ্ন নিহিত রয়েছে, তা শুধু কবির নয়, যে-কোনো কিশোর অথবা কিশোরীর, তরুণ অথবা তরুণীর।

বস্তুত বয়ঃসন্ধিক্ষণে যে-কোনো ছেলেমেয়ের, বিশেষ করে যারা একটু বেশি সংবেদনশীল ও কল্পনাপ্রবণ, তাদের মনে যে-প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তোলে, তাদের অবকাশের মুক্ত সামান্য সময়টুকু যে অস্থির প্রশ্নে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে, সে প্রশ্ন অবধারিতভাবে নরনারীর মানবিক সম্পর্ক নিয়ে। বা আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, নরনারীর যৌন ন্যায়নীতি ও যৌনজীবন বিষয়ে। ওই অপরিণত-বুদ্ধির বয়সে এই প্রশ্নগুলো হয়তো তেমন স্পষ্ট রূপে তার মনে আসে না, তবু একটা অস্থিরতা, একটা দুর্বোধ্য সংশয় কেবলই তার মনে জাগতে থাকে, জাগতেই থাকে, সমাধান খুঁজে পায় না। কেননা ওই সময়ই তার মনে জঠরের ক্ষুধা, জ্ঞানার্জনের ক্ষুধা বা বাইরের জগৎকে জানার বাসনা ছাড়াও অন্য এক অদম্য ক্ষুধা সুতীব্র রূপ পায়। তার শরীর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং বিপরীত লিঙ্গের কোনো প্রিয় সঙ্গীর সান্নিধ্য বা তার সঙ্গে আলাপ এমনকি সেই সান্নিধ্য অথবা আলাপের কল্পনাও তার মনে এক

অপূর্ব সুখময় অনুভবের জন্ম দিচ্ছে এবং এই সুখ ও অতৃপ্তির দোলায় দুলতে দুলতে কখনো কখনো ওই সঙ্গীর সঙ্গে দ্বৈতভাবে কখনও বা এককভাবে নিজেরই নিয়ন্ত্রণাধীন এমনই একই অদ্ভুত শারীরিক প্রক্রিয়া ঘটে যাচ্ছে তার শরীরে যা তাকে এক আশ্চর্য সুখের উচ্চতম চূড়ায় পৌঁছে অবশেষে কিছুক্ষণের জন্য এক পরম প্রশান্তি এনে দিচ্ছে তার মনে। অথচ সে এই আশ্চর্য সুন্দর অথচ রহস্যময় অনুভবগুলির কথা কাউকে বলতেও পারছে না, আলোচনাও করতে পারছে না কারও সঙ্গে। কারণ শৈশবের চেতনার উন্মেষকাল থেকেই সে দেখে আসছে, শরীরের কতকগুলি বিশেষ অঙ্গ, কতকগুলি বিশেষ শারীরিক প্রক্রিয়া বা তৎসংক্রান্ত আলোচনা প্রভৃতি বিষয়ে বাড়িতে, স্কুলে, পাড়ায় সর্বত্রই এক নিষেধের আঙুল উঁচিয়ে আছে। স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির একটি বাচ্চা ল্যাট্রিনে একা-একা কী যেন করছিল, কে-যেন দেখে ফেলেছে, তাই হেড-মাস্টারমশাই তাকে প্রচণ্ড শাস্তি দিয়েছেন এমনকি অভিভাবককে ডেকে এনে ভবিষ্যতে ছেলেটি ওরকম করলে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবেন বলে শাসিয়েছেন। এ ঘটনায় শিশুবয়সে মনে হয়েছিল, ল্যাট্রিনে কী এমন করতে পারে ছেলেটি একা-একা। কারও ক্ষতি করতে পারে কি? তবে কেন এমন প্রচণ্ড শাস্তি? আজ বয়ঃসন্ধিকালে এসে সে বুঝতে পারে, এটাই নিয়ম। কতকগুলি বিশেষ ব্যাপারে সমাজে সংসারে বারণ আছে। কেন বারণ, সে বুঝতে পারে না। এমনকি কাউকে জিজ্ঞাসাও করতে পারে না, কারণ ও-সব বিষয়ে প্রশ্ন করাও বারণ। মুস্কিল হল এই যে, যাঁদের কাছে বয়ঃসন্ধির ছেলেটি বা মেয়েটি এই সব বিধি ও নিষেধের নির্দেশগুলি পেয়ে আসছে তাঁরা সবাই, তার বাবা-মা অথবা শিক্ষক-শিক্ষিকা অথবা পাড়ার কাকা-জ্যাঠা, সকলেই সুশিক্ষিত ও শ্রদ্ধেয়। এবং তাঁদের কাছে স্বাস্থ্যবিধি অথবা পড়াশোনা অথবা ভদ্রতা-শিষ্টতা, সামাজিক আচার-আচরণ, সততা, মায়া-মমতা-করুণা, ঈর্ষাহীনতা প্রভৃতি মানবিক গুণ সম্পর্কে যে-সব উপদেশ-নির্দেশ পেয়ে এসেছে, সেগুলি সবই তার কাছে খুব ভালো বলে মনে হয়েছে এবং তাতে তার অন্তরের সমর্থনও আছে, কিন্তু তার সেই অন্য ক্ষুধা-শরীর-মন আলোড়নকারী সেই অদম্য প্রবল-আকুলতা-যা তাকে মাঝে-মাঝে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলে—মনে হয় এ আবেগ চরিতার্থ না হলে যেন শান্তি নেই—তার বিরুদ্ধে যে নিষেধ-বাণী সে সরবে নীরবে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে সর্বত্র উচ্চারিত হতে দেখে, তার প্রতি তার আপন মনের সমর্থন খুঁজে পায় না। অথচ একথাও মানতে মন চায় না, গুরুজনরা, যাঁরা অন্যসব ব্যাপারে প্রায় নির্ভুল, তাঁরা কোথাও ভুল করছেন।

এই সময় তাকে একটি কথা শেখানো হয়— Man is a rational animal। কথাটা তার খুব মনে ধরে। সত্যিই তো। মানুষ অন্য প্রাণীর চেয়ে অনেক আলাদা। তার বুদ্ধি আছে, চিন্তা শক্তি আছে। Rational- অর্থাৎ যুক্তি দিয়ে বিচার করে। যুক্তিরই অপর পিঠ তো বিজ্ঞান! সুতরাং যুক্তি দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে বিচার করে মানুষ তার ভেতরকার animality কতকটা গ্রহণ করে, কতকটা বর্জন করে। কিন্তু কতটা বর্জন করে? মানুষ যেমন rational, তেমনি animal-ও তো বটে। কাজেই animal এর যাবতীয় জৈব প্রবৃত্তি সবই তো মানুষেরও সহজাত। কোন্‌টিকে সে বর্জন করতে পেরেছে? অথবা পারা উচিত? পুষ্টি-ঘুম- রেচন- সন্তানোৎপাদন এর কোনোটিকে কি বর্জন করতে পারে মানুষ, না পারা উচিত? তাহলে তো পৃথিবী থেকে মানুষ জাতটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর এই প্রতিটি শারীরিক প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার জন্যে রয়েছে আলাদা-আলাদা ইন্দ্রিয়ানুভব। মানুষ যুক্তিবাদী বলেই এই ইন্দ্রিয়ানুভবগুলিকে পরিত্যাগ তো করেইনি বরং আরও সুখকর করে তোলার জন্য আরও

শিল্প সুষমাময় করে তোলার জন্য নানা উপায় আবিষ্কার করেছে, নানা সুব্যবস্থা বানিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যে বিশেষ ইন্দ্রিয়ানুভব সন্তানোৎপাদনে সহায়তা করে মানুষ নামক প্রজাতিটিকে পৃথিবীর বুকে যুগ-যুগ ধরে রাজত্ব করতে দিচ্ছে, মানুষ সেই সর্বাধিক আশ্চর্য সর্বাধিক শক্তিমান ইন্দ্রিয়ানুভবকেই সবচেয়ে বেশি নিন্দিত, ধিকৃত সবচেয়ে বেশি হীন বলে সবচেয়ে বেশি দমন করে রাখতে চায়।

যুক্তি ও যুক্তিহীনতার এই অদ্ভুত সহাবস্থানের রহস্যময় কারণ ওই বয়ঃসন্ধির ছেলেটি বা মেয়েটি বুঝতে পারে না। তাই সে বুঝতে পারে না কী তার করণীয়—তার ভেতরকার ওই সহজাত আবেগকে স্বাভাবিক বলে মনে করা, অথবা তা হীন, ঘৃন্য ও নিন্দনীয় বলে মনে করে তা থেকে মুক্ত হওয়ার যন্ত্রণাময় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া?

অনেক কিশোর-কিশোরীই এই জায়গাটায় এসে তার প্রশ্নের উত্তরহীন অন্তহীনতার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর মনকে চালিত করে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভের অর্থহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার গভীরে খেলাধূলার কৃতিত্বের পরোক্ষস্বাদলাভের কৃত্রিম উন্মাদনায়, অথবা শিল্পহীন নৃত্যের, সুরহীন সংগীতের আসুরিক উল্লাসে—এইসব বিকল্প বিকৃত জীবন পথে। এইভাবেই তারা বড়ো হতে থাকে আর ভিতরে ভিতরে অগোচরে ক্ষয়ে যেতে থাকে তাদের প্রাণশক্তি, তাদের উর্বরাশক্তি, তাদের বুদ্ধি-মেধা-কল্পনা-প্রতিভাকে বহুমুখে চালিত করার ক্ষমতা, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত সর্বস্তর থেকে আনন্দ তুলে আনার যোগ্যতা। অর্থাৎ পরিপূর্ণ জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে, একেক জন একেক প্রকার স্নায়ুরোগীতে পর্যবসিত হয়। আর তাদের এই অস্বাভাবিকতাকে সস্নেহ প্রশ্রয়ের চোখে দেখেন তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অভিভাবকরা। বলেন, 'পাগল ছেলে আমার।' আসলে বলতে চান, 'আমার ছেলে / মেয়ে একটি রত্ন।'

আর যে সব কিশোর-কিশোরীর যুক্তিবাদী মন তাদের অনুসন্ধিৎসাকে চেপে রাখতে পারে না, যারা জানতে চায় জীবনের পুরিপূর্ণতার পথে তাদের অন্তর্গত যৌন আকুলতার মূল্য, গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা কতখানি, যারা ভেবে মরে প্রকৃতির যৌন নিয়ম থেকে সামাজিক যৌন নিয়ম কী করে এমন আলাদা হয়? প্রকৃত নৈতিকতা আর যৌননৈতিকতার মধ্যে কি সমন্বয় নেই, সংগতি নেই? তাদের অস্থিরতা; সংশয় ক্রমেই বাড়াতে থাকে। প্রশ্নের উত্তর খুঁজেই যেতে থাকে। একইভাবে অনিসন্ধিৎসু ওই কিশোর বা কিশোরীটি একটু একটু করে বড়ো হতে থাকে, একটু-একটু জানতে থাকে ইতিহাসকে, ইতিহাসাশ্রয়ী পুরাকাহিনিগুলিকে, প্রচলিত ধর্মনামক ধারণাগুলিকে, আর অন্যদিকে তার আশেপাশের মানুষগুলিকে, পরিবেশকে, সমাজকে, আর সেই সঙ্গে তার আপনার মধ্যে আপনি অনুভূত, ক্রমশ-স্পষ্ট রূপ পেতে থাকা এক সত্যকে। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার কোনো মিল নেই, মনে হয় যেন শুধু একটিমাত্র বিষয়ে। আর তা হল যৌননীতি ও যৌনসম্পর্ক বিষয়ে। আশেপাশের আর সকলেই যেন ধরে বেঁধে শেখাতে চায় দেখো যৌনসম্পর্ক যৌনসুখ ওসব ব্যাপারট্যাপার বিয়ে হয়ে যাক তারপর হবে'খন। এখন শুধু কোমর বেঁধে পড়াশোনা করো, খেলাধুলা করো, গান বাজনা করো, রোজগারের চেষ্টা করো, খাও-দাও ঘুমোও। কারণ যৌনসম্পর্ক ব্যাপারটাই একটা গোপন করার মতো ব্যাপার লজ্জার ব্যাপার। কাজেই যখন-তখন তুমি যদি যৌনকামনা জেগে উঠতে দেখো তবে বুঝতে হবে তুমি 'খারাপ' হয়ে যাচ্ছো। সুতরাং ওসব ভুলে যেতও। চেপে রাখো। অন্যদিকে মন

দাও। যেন যৌনতা বা যৌনইচ্ছা দেহ-মনে সদাবিরাজমান কোনো সহজাত জৈবপ্রবৃত্তি নয়, যেন তা দেশ ভ্রমণের ইচ্ছার মতোই যখন খুশি যতদিন-খুশি ভুলে থেকেও দিব্যি জীবন কাটানো যায়, শারীরিক মানসিক কোনো ক্ষতি হয় না, যেন ওই সুতীব্র প্রবল কর্তৃত্বময় চেতনা আচ্ছন্নকারী ইচ্ছাটি নিতান্তই ক্ষণিক এক মানসিক ইচ্ছা মাত্র, ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতো কোনো শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা নেই তার, ওই ইচ্ছা পূরণ না করে জোর করে দমিয়ে রাখলে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না মানব শরীরে অথবা মনে, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা হবে না, প্রতিশোধ নেবে না প্রকৃতি। কাজেই শেখানো হয়, বিবাহোত্তর যৌনসম্পর্ক সঠিক ও বৈধ (কারণ তা না হলে সন্তানোৎপাদন হয় না, বংশধারা থাকে না, সম্পত্তির অধিকার বর্তানোর থাকে না কেউ) কিন্তু বিবাহপূর্ব বা বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক অবৈধ ও নীতিহীন। অবৈধ সম্পর্কের ফলে সন্তানের জন্ম হলে পিতামাতা সন্তান সকলেরই জীবন হয় কলঙ্কিত। সমাজে, সংসারে সর্বত্র।

কিন্তু ওই কৈশোর পেরিয়ে-আসা তরুণ বা তরুণীর চোখে ইত্যাকার যাবতীয় যুক্তির মধ্যেই কোনো না কোনো ফাঁক ধরা পড়তে থাকে একটু-একটু করে। যেমন, যতটুকু ইতিহাস পড়েছে সে তাতেই সে দেখেছে তথাকথিত 'অবৈধ' সম্পর্কের বহু সন্তান শিল্পে-সাহিত্যে- রাজনীতিতে-দেশশাসনে আপন প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছেন সারা বিশ্বের। এমনকি দুহাজার বছর আগেকার সেই অলোকসামান্য পুরুষ 'ঈশ্বরের সন্তান'! তিনি নিজেই তো ছিলেন কুমারী মাতার সন্তান! যেমন, ভাবতে ভারি মজা লাগে তার যে মহাভারতের যুযুধান দুই পক্ষের প্রধান চরিত্রগুলির প্রায় সকলেরই (মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ বিদুর, কর্ণসহ কুন্তী পুত্ররা ও মাদ্রীপুত্রদ্বয়) জন্ম, আজকের সমাজের দৃষ্টিতে দেখলে, বিবাহ বহির্ভূত প্রেমহীন নিতান্তই এক যান্ত্রিক যৌনসম্পর্কের ফলে। এবং এদেরই একপক্ষের জয় ছিল ধর্মের জয় ও অপরপক্ষের পরাজয় ছিল অধর্মের পরাজয়। আর সে যুগে ন্যায়-অন্যায়কেই বলা হত ধর্ম-অধর্ম। এমনকি দ্রৌপদির পঞ্চস্বামীগ্রহণের মতো অকল্পনীয় ঘটনাও সমাজের সম্মতি লাভ করেছিল অনায়াসে। তাহলে কি ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় না, যে যৌননীতির সঙ্গে ন্যায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এইসব গুরুগম্ভীর প্রশ্ন আজকের তরুণতরুণীকে কখনো-সখনো নাড়া দিলেও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। তার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব অনেক বেশি প্রত্যক্ষ তার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণলব্ধ প্রতিদিনের ঘটনা। আর সেইসব ঘটনার সামাজিক বা প্রাতিবেশিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মেরুপ্রমাণ ব্যবধান।

বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র মাধ্যমিকের উজ্জ্বল তারকা, পাশের বাড়ির পল্লব তাদের নীচের তলার ভাড়াটিয়ার কিশোরী কন্যার সঙ্গে নির্জন দুপুরে চিলেকোঠার ঘরে 'আপত্তিকর' অবস্থায় ধরা পড়ে। ধরেন মেয়েটির দাদা ও ছেলেটির ছোটো কাকিমা, এই দুই গোয়েন্দা-প্রধান। ফলে ওই দুই কিশোর-কিশোরীর প্রতি যে-লাঞ্ছনা-অপমান-ধিক্কার-অত্যাচার বর্ষিত হয়, তাতে অসহায় তাদের পালিয়ে বাঁচতে হয় দূর কোনো আত্মীয়র বাড়ি গিয়ে। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতাকে ন্যায় বলে মনে হয় না আজকের কোনো কিশোর-কিশোরীর বা তরুণ-তরুণীর। কারণ যতবারই সে ওই 'আপত্তিকর' দৃশ্যের কথা ভেবেছে, ততবারই তার মনে যা জেগে উঠেছে, তা ধিক্কার নয়, আশরীর এক অদ্ভুত আনন্দময় শিহরন। তার মনে ওই প্রশ্নও জেগেছে, কেনই বা ওই দুপুরে চিলেকোঠা পর্যন্ত গিয়েছিল ওই দুই গোয়েন্দা, মেয়েটির দাদা আর ছেলেটির কাকিমা?

অথবা পাড়ার সবকাজে সবার-আগে-এগিয়ে-আসা যুবক অরুণদা যখন তার মামাতো বোনকে বিয়ে করে ঘর বাঁধে তখনও কিন্তু তাকে অচেনা পাড়ায় চলে গিয়ে বাসা নিতে হয়, কারণ ওই পাড়ায় ছিছি রবে তাদের কানপাতা দায়। তখন মনে প্রশ্ন জাগলেও জোর দিয়ে বলতে পারা যায় না, এই তো পাশের পাড়াতেই রবিউলের সঙ্গে তার 'তুতো' বোন রাবেয়ার বিয়ে হয়ে গেল মহানন্দে সকলের সম্মতিতে, তারবেলা ? কারণ তখনই ধামাচাপা দেওয়া জবাব আসবে, ওদের কথা ছাড়তো, ওদের স-ব চলে। বলেই ব্যঙ্গের হাসি। অর্থাৎ যৌননীতি একেক ধর্মে একেক রকম ! এবং এক ধর্মের কাছে আরেক ধর্মের নীতি ব্যঙ্গের বস্তু !

আর এই ধর্ম নামক বিষয়টির কথা ভাবলেই আজকের তরুণ/তরুণী আরও বেশি উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করতে থাকে। পুথি পড়ে ধর্মের যে সংজ্ঞা সে পায় তার সঙ্গে প্রচলিত ধর্মধারণার কোথাও কোনো মিল খুঁজে পায় না সে। ধর্মে নাকি ঈশ্বরচিন্তা-চিন্তা, উচ্চমার্গের চেতনা-চৈতন্য, পরমাত্মা-পরমপিতার সঙ্গে একাত্ম-অনুভবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারট্যাপার আছে। ওসব জটিল কথা মাথায় ঢোকে না তার, ঢোকা সম্ভবও নয় ওই অপরিণত মস্তিষ্কে। কজনেরই বা ঢোকে। কিন্তু বাকি যারা তার মতো—তার মতো সংখ্যায় অগণন, তাদের কাছে ধর্মকে তো হতে হবে এক সুস্থির নিশ্চিত আশ্রয়; যে-জীবন মানে 'সকলের ভালো করে জীবনযাপন' সেই জীবনের পথ বাতলে দেওয়ার সুস্পষ্ট উপায় ! অথচ মানুষের হাতে সেই সুস্থ পরিপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার তুলে দেওয়ার সদিচ্ছার কোনো চিহ্ন, বয়স অল্প বলেই হয়তো, কোথাও চোখে পড়ে না তার।

লক্ষ করে দেখেছে সে, অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌন-আকর্ষণের বা যৌনসম্পর্কের কোনো চিহ্নমাত্র দেখলেই যেসব অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বা বয়স্ক লোকেরা তার বিরোধিতা করেন, তাঁরা সাধারণত তিন ধরনের মানুষ। (এক) যাঁরা এই জাতীয় সম্পর্ক বা আকর্ষণকে সত্যিই নিন্দনীয় ও পরিহার্য বলে মনে করেন এবং নিজেদের জীবনেও পরিহার করে চলেছেন—হয়তো বিয়ে করেননি বা বিয়ে করলেও শুধু সন্তানোৎপাদনের বাধ্যতামূলক প্রয়োজনেই সম্পর্কটুকু সীমিত রেখেছিলেন বা রেখেছেন ও পরে পরিত্যাগ করেছেন বা করবেন—এরা এক অর্থে সৎ; নিজের জীবনে যে-নীতি গ্রহণ করেছেন সঠিক বলে, অল্পবয়সিদের সেই নীতি গ্রহণের 'সদুপদেশ' দিতে চান। কিন্তু উপদেশ দেওয়া এক কথা-তাতে অন্যের তা মানা-বা-না-মানার অধিকার থাকে, আর বিরোধিতা অন্য জিনিস। (দুই) যাঁরা নিজেদের অল্পবয়সে এই আকর্ষণ প্রবলভাবে অনুভব করলেও পরিবারের নিষেধের রক্তচক্ষু দেখে ভয় পেয়ে নিজেদের সংযত রাখতে বাধ্য হয়েছেন এবং পরবর্তীকালে হয়তো আর সে সুযোগ আসেইনি কখনও, তাই আজও 'কুমার' বা 'কুমারী'; অথবা হয়তো যে জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী পেয়েছেন তা মনের মতো হয়নি বলে মনের মধ্যে অতৃপ্তি থেকে গিয়েছে—এঁদের মধ্যে তাই জন্ম নিয়েছে ঈর্ষা, যে-সুখ যে-আনন্দ নিজে পাননি, অন্যকে তা পেতে দেখলে বা পাওয়ার সম্ভাবনা দেখলেই ওই হীন আগুন জ্বলে ওঠে বুকের মধ্যে এবং যে-কোনো প্রকারে অন্যের সুখকে জ্বালিয়ে দিতে চায়। (তিন) আর বাকি যাঁরা, তাঁরা কপট। এমনকি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁরা সৎ, ন্যায়পরায়ণ, সহৃদয় হলেও হতে পারেন, কিন্তু যৌনব্যাপারে, তাঁরা কপট। সমাজে বা পরিবারে 'ভালোমানুষ' বলে যে-পরিচয় তাঁদের রয়েছে, যৌন-ব্যাপারে আপন মত প্রকাশের কোনোরকম ঝুঁকি নিয়ে সে-পরিচয় তাঁরা হারাতে চান না। যৌন-আকর্ষণ বা যৌনসম্পর্করচনার বাসনা তাদের স্বাভাবিকভাবেই বা হয়তো প্রবলভাবেই বিদ্যমান,